Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৮।। ১৫ জানুয়ারি ২০২১

কথায়-গানে বর্ণময় সন্ধ্যা...

গানে-গানে ভরে উঠল উৎসব সমাপ্তির প্রাক্ সন্ধ্যা। ১৪ জানুয়ারি বিকেলের আড্ডার বিষয় ছিল 'সিনেমার জন্য গান নাকি গানের জন্য সিনেমা'। বক্তাদের অধিকাংশই এসেছেন বাংলা গানের জগৎ থেকে। গীতিকার হিসেবে যিনি সুবিদিত কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন , অনেক ছবি দেখা হয়, তার গানও শোনা হয়। আবার বহু ছবি আছে যার স্মৃতি হয়তো আজ তেমন স্পষ্ট নয় কিন্তু সেই ছবির গান মানুষের মুখে-মুখে আজও ফেরে। তাঁর মনে হয়েছে, গানের এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে। গানে ভর করে বহু স্মৃতিমালা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে অনায়াসে উপস্থিত থাকে। আর ভারতীয় ছবি বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে ব্যতিক্রমী এই কারণে যে, গান এই শিল্পমাধ্যমের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। শ্রীজাত স্মরণ করিয়ে দিলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক-এর মতো পরিচালকরাও তাঁদের ছবিতে গান ব্যবহার করে বিভিন্ন নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। গায়িকা ইমন চক্রবর্তী বললেন ছবি ভালো হলে, ভালো গানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে তিনি 'গোত্র' সিনেমায় ওড়িশায় সম্বলপুর অঞ্চলে লোকগানের কথা বলেন এবং গেয়েও শোনান। সংগীতশিল্পী জয়তী চক্রবর্তীর মতে , গান বহুক্ষেত্রেই সিনেমার আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গানের শক্তি বোঝাতে তিনি সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের গান প্রয়োগের কথা বলেন। একই রবীন্দ্রসংগীত নানা ছবিতে প্রযুক্ত হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। অনুপম রায় বললেন , সিনেমায় গান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। সত্যজিৎ রায় যেমন 'চারুলতা' ছবিতে কিশোর কুমারের খোলা গলার আওয়াজ চমৎকার কাজে লাগিয়েছিলেন। গায়িকা শিলাজিৎ বলেন এক-একটি গানকে কেন্দ্র করে বহুক্ষেত্রে এক-একজন অভিনেতা সুপারস্টার হয়ে উঠেছেন। এক্ষেত্রে কিশোর কুমারের গাওয়া 'ইয়ে দিল তো হ্যায় বেচারা' গানটির কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য এই গান দেবানন্দ-এর সুপারস্টার হিসেবে ভারত জোড়া সাফল্যকে অনেকটাই সুনিশ্চিত করেছিল। দেবানন্দ অভিনীত ছবিতে শচীন দেব বর্মণ ও রাহুল দেব বর্মণের সুর-যোজনার বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মত প্রকাশ করেন শিলাজিৎ। এছাড়া কথায়-গানে যোগ দেন অনুপম রায়, উপল, সাহেব, অনিন্দ্য, উজ্জয়িনী, সৃজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য।

সুদেব সিংহ

তিন ভিন্ন ধারার পরিচালকের সঙ্গে ...

বৃহস্পতিবারের দুপুরটি শুরু হল বাংলা ছবি 'দায়'-এর পরিচালক জ্যোতির্ময় দেব-কে নিয়ে। তিনি জানালেন অল্প বয়সে মৃণাল সেন-এর 'ওকাউরি কথা' সিনেমাটি ও মুন্সী প্রেমচাঁদ-এর 'কফন' গল্পটি পড়ি। তখন ভাবিনি যে সিনেমা করব। পরবর্তীতে 'সোশ্যাল ডিসকোর্স' এর ব্যাপারটা খুবই নাড়া দিত। সেই নিয়েই নিজের মত করে বানিয়েছি 'দায়'। কৃষকদের সঙ্গীন অবস্থা, দারিদ্রতা এ যেন চিরকালীন ছবি। অল্প বাজেটের ছবি তাই ওটিটি-র কথাই ভাবছি, হল রিলিজ-এ যাবনা। সাংবাদিক আসরে এমনটাই জানালেন পরিচালক জ্যোতির্ময় দেব। মূলতঃ পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদকে লোকেশনে ধরা। প্রান্তিক মানুষ, বাবা ও ছেলের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ছবিটিই ধরা হয়েছে; ব্যবহার হয়েছে আঞ্চলিক ভাষাও। জানালেন অভিনেতা দেবরঞ্জন নাগ (বাবা)। শাহা আব্দুল করিম, কৃত্তিবাস কর্মকার-এর গান ব্যবহার করা হয়েছে ছবিটিতে শ্রদ্ধার্ঘ্যর কথা মনে রেখেই। আসরে জ্যোতির্ময় ছাড়াও ছিলেন দেবরঞ্জন নাগ, সঙ্গীত পরিচালক জয়শঙ্কর এবং সিনেমাটোগ্রাফার দেবাশীষ সরকার।

সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা অবহেলিত মানুষের যাপনের গল্প আমাদের সবসময়ই খুব ভাবায়। এই ধরনের এক মর্মস্পর্শী গল্প পর্দায় তুলে ধরেছেন নবীন পরিচালক উজ্জ্বল পাল। তাঁর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'ডাস্ক' কলকাতা শহরের কুখ্যাত পতিতাপল্লী নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে শুট করা বলে পরিচালক জানালেন। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিচালক জানান, তাঁর ছবি নেপাল থেকে পাচার হয়ে আসা একজন মেয়ের গল্প বলে, যে বর্তমানে কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলে যৌনকর্মীর কাজে নিযুক্ত। ছবিটি ২০১৯ সালে তৈরি। ছবিটি সম্পূর্ণভাবে রিয়েল লোকেশানে শুট করা। ছবির প্রযোজক আসীম শেখর পাল সাংবাদিকদের জানান, ছবিটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও সমাদৃত হয়েছে। এক্ষুনি কোনো ও.টি.টি. বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবিটি প্রদর্শনের কথা তাঁরা ভাবছেন না।

রবীন্দ্র সদনে আজ সন্ধ্যায় দেখানো হয় বাংলা ছবি 'শূন্য'। শো এর আগেই নন্দন মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখমুখি হলেন পরিচালক শঙ্খ ঘোষ, সিনেমাটোগ্রাফার বাসব দে ভৌমিক, এডিটর সুমন্ত ঘোষ, মূল চরিত্রের অভিনেতা দ্বৈপায়ন ও প্রিয়াংশী। পরিচালকের মতে এটি ভীষণ রুক্ষ এবং পরীক্ষামূলক একটি ছবি। যার সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি। তথাকথিত বিনোদন নেই,আছে রুক্ষতা আর বোধের অনুভব। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম -মেকার স্বামী ও অ্যাড এজেন্সি তে কর্মরতা স্ত্রী দুজনের চিন্তাধারার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই এই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। একশো মিনিটের ছবিটি একটি মাত্র শটেই মাত্র একদিনে শুট করা হয়েছে। ছবির বেশীরভাগ দৃশ্যই বিগ ক্লোজ আপ। ছবিটি রিলিজ করার বিষয়ে অবশ্য নীরবই রইলেন পরিচালক।

পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী

প্রাঙ্গণের বাইরেও উৎসব জমজমাট

নন্দন-রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ ছাড়াও কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সল্টলেকের রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন ও টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে। শিল্প-সংস্কৃতি ও সিনেমাপ্রমী মানুষদের কাছে নন্দন রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ একধরনের তীর্থস্থান। অতিমারীর কারণে এবছর কোনো বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু শহরের দুটি বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসব চলছে। সল্টলেক-নিউটাউন-রাজারহাটবাসী মানুষদের জন্য রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ ও উপভোগ করা খুবই সুবিধের। উৎসব কতৃপক্ষ দর্শকদের জন্য বেশ কিছু উৎকৃষ্ট মানের ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এই প্রেক্ষাগৃহে। দর্শকদের উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে শহরের অপরপ্রান্তে চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে দর্শকদের উপস্থিতি নজর কাড়ে। প্রতিদিন তিনটি করে স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রেক্ষাগৃহে। উৎসবের দ্বিতীয়দিন থেকে দুপুর ও সন্ধের শো-তে প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণভাবে দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বেশ কয়েকদিন 'হাউসফুল' হয়ে যাওয়ার কারনে, প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে মানুষ মাটিতে বসে ও দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ সিনেমা দেখেছে। চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে মূলত ভারতবর্ষের বেশ কিছু উন্নত মানের ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন উৎসব কর্তৃপক্ষ। তাছাড়াও ক্যানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও আজারবাইজানের কিছু ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে।

মাল্যবান আস

উৎসবে কিম-কি-দুক ছিলেন না, কিন্তু ছিলেনও

আজ উৎসবের শেষ দিন। নন্দন চত্বর জুড়ে একটু বিষন্নতার কুয়াশা। প্রথম দিনেই আমরা দেখে ছিলাম সদ্য প্রয়াত কিম-কি-দুকের ক্লাসিক ছবি 'স্প্রিং, সামার, ফল, উইন্টার... অ্যান্ড স্প্রিং'। এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। পুনঃদর্শনেও। মনে হচ্ছিল তিনি উপস্থিত নেই, তবুও আছেন সৃষ্টি নিয়ে। তিনি সাম্প্রতিক কোরিয়ান সিনেমায় বিদ্রোহী পরিচালক। 'প্যারাসাইট' ছবির হুড়মুড়িয়ে অস্কার জয় কোরীয় পরিচালক বং জন হুকে আন্তর্জাতিক বাজারে 'জনপ্রিয়' করে তুললেও দক্ষিণ কোরিয়ার কিম-কি-দুক আন্তর্জাতিক সিরিয়াস চলচ্চিত্র মহলে অনেক বেশী আলোচিত ও সমাদৃত। তর্কের শেষ নেই তাঁর ক্রিয়াকর্মের বিশ্লেষণ নিয়েও। জাপানের কোরিয়া আক্রমণ ও পরবর্তী সময়ে সেই যুদ্ধজনিত হিংস্রতার উদ্‌যাপন ঘটেছে তাঁর ছবিতে সেই প্রথম(অ্যাড্রেস আননোন) থেকেই। জাপানিরা যে কোরীয় অসহায় মেয়েদের নিয়ে যৌনাশ্রম বা কমফর্ট গার্লদের তৈরি করেছিল তারই এক খন্ড চিত্র পেলাম 'বার্ডকেজ ইন'-এ। 'ব্যাড গাই' ছবিতে দেখানো হল ক্রুর পুরুষের নিপীড়কের হিংস্র ভূমিকা, নিজের মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করায়। তবে আন্তর্জাতিক সাফল্য ছিল অধরা । জাপান, হংকং এবং কোরিয়ার সিনেমায় আশির দশকে যে নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটেছিল, তাকেশি মিকে , ফ্রুট চান-এর ছবিতে, কিম কি দুক ঢুকে পড়লেন সেই এক্সট্রিম সিনেমায়। 'বার্ড কেজ ইন' দিয়ে শুরু। তবে সাফল্য এল 'দ্য আইল' ছবি দিয়ে। পলাতক এক আসামীর সঙ্গে আশ্রয়দাত্রী মহিলার নীরব অথচ তীব্র এক শারীরিক ও যৌন ব্যবসার সম্পর্কের গল্প বললেন কিম। এরপর থেকে তাঁর প্রতিটি ছবিই বিতর্কিত। আবার ভেনিস্ -কান্ -বার্লিনে যথেষ্ট প্রশংসিত এবং পুরস্কারও জিতেছে। তাঁর 'অ্যারিরাং' বা 'পিয়েতা' আজকের কোরিয়ান সমাজের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যে অমানবিক ও নৃশংস ছবি তুলে আনে , এক কথায় তা ভয়াবহ। অথচ এই মানুষটি ২০০৩-এ 'স্প্রিং সামার ফল উইন্টার..' নামে একটি কবিতার সিনেমা বা সিনেমায় কবিতা রচনা করেন। কলকাতার দর্শক কিম-কি-দুক-এর 'মোইবাস', 'আরিরাং', 'সামারিটান গার্ল' দেখে যেমন কোরিয় সমাজের নগ্ন চেহারা দেখে অবাক হয়েছে, আবার 'পিয়েতা'তে তিনি মরবিড সমাজের এক অসহনীয় ছবিও তুলে এনেছেন। তাঁর ছবি প্রকৃতি মানুষ এবং মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক হিংস্রতার এক ভয়ংকর ছবিও তুলে আনে। প্রমাণ দুবছর আগের ছবি 'হিউম্যান, স্পেস, টাইম অ্যান্ড হিউম্যান।' তখন অনেকেই হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পর্দায় হিংস্রতার বহর দেখে। আসলে কিম অন্তরের পশুকে যেন দেখাতে চান। কিন্তু সেই ছবিও শেষ পর্যন্ত মানবিক উত্তরণেরই বার্তা দেয়। এবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর স্মৃতিতে 'স্প্রিং সামার ফল উইন্টার..' দেখানো হল। দুর্ভাগ্য তিনি চলে গেলেন সব আহ্বানের বাইরে।

নির্মল ধর

আজ অবশ্যই দেখবেন

ড্রাউসি সিটি **পরিচালক ঃ দান লঙ দিন**

পাখিপ্রেমিক তাও, যে কিনা অবলীলায় কষাইয়ের কাজ করে। জীবিকার প্রয়োজনে সে খুবই সাবলীলভাবে তার ভালোবাসার পাখিগুলিকে হত্যাও করতে পারে। একদিন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাও। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে তিনজন সমাজবিরোধী ও এক দেহপোজিবীনির সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পরে। তারা কষাই তাওকে ধরে ফেলে ও তাঁকে দিয়ে বিদূষক ও চাকরবৃত্তি করায়। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে মুরগীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কী করবে তাও ? পালাতে পারবে তাদের কবল থেকে? নাকি চিরবন্দী হয়ে থাকবে?

ট্রিপল হোয়ামি
পরিচালক ঃ আনিস চাকো

মজারু দম্পতি অঞ্জনা আর মনু। সারাক্ষণই দুজন একে অপরের লেগপুল করে আনন্দ পায়। দেরাদুনে ট্রেকিং-এ গিয়ে পথ হারায় অঞ্জনা। প্রায় দুসপ্তাহ পর আস্তানায় ফিরে দেখে স্বামী মনুও নেই। তাহলে এবার মজাটা করল কে? কাকে? কেন?

বিউটিফুল লাইফ
পরিচালক ঃ রাজু দেবনাথ

মানসিক অসুস্থ মেয়েকে তার জন্মদিনে বাবা-মা নিয়ে যান জঙ্গলে বেড়াতে। সেখানে সে হঠাৎই ছবি আঁকা শুরু করে। সঙ্গে ছিলেন ডাক্তারও। সন্তানের এমন হঠাৎ মানসিক 'সুস্থ' হয়ে ওঠা নিয়ে শিল্পী সত্তা চিকিৎসা বিদ্যা ও মা-বাবার স্নেহ নিয়ে এক সহজ ছবি।

তিতলি
পরিচালক ঃ বিকাশ তালুকদার

আজকের ভোগবাদী সমাজ শিশু কিশোর মনকে শুধু নয়, সন্তানদের 'উজ্জ্বল' ভবিষ্যৎ ভেবে বাবা-মায়েরাও কেমনভাবে স্বপ্নিল কনজিউমারিজমের শিকার হয়ে ওঠেন তারই কাহিনী। তাঁদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকেন একমাত্র বয়স্ক দাদু।

হেমন্তের পাখি
পরিচালক ঃ ঊর্মি চক্রবর্তী

প্রায় কুড়ি বছর আগে তৈরি 'হেমন্তের পাখি' ছবিতে সন্তু মুখোপাধ্যায় বলা চলে প্রথম নায়ক চরিত্র পেয়েছিলেন। যদিও ছবির মহিলা প্রোটাগনিস্ট তনুশ্রী শংকর। কিন্তু লেখিকার স্বামীর চরিত্রে তাঁর অভিনয় এখনও মনে দাগ কাটে।

আজকের সাংবাদিক আসর
স্থান ঃ নন্দন ৪
বেলা ২টা
পরিচালক অমর মাইবেন - হাইওয়েজ অফ লাইফ (তথ্যচিত্র)
বিকাল ৩.৩০টা
পরিচালক রাজু দেবনাথ - বিউটিফুল লাইফ (বাংলা প্যানোরামা)
সঙ্গে থাকবেন - শ্রীলা মজুমদার, কল্যাণী মন্ডল

উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান
স্থান ঃ একতারা মঞ্চ ● সময় ঃ বিকাল ৫টা
পুরস্কৃত ছবির পরিচালক ও শিল্পীরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন
শ্রীখোল পরিবেশন করবেন হরেকৃষ্ণ হালদার

সাংঘাতিক মিস করব সন্তুকে

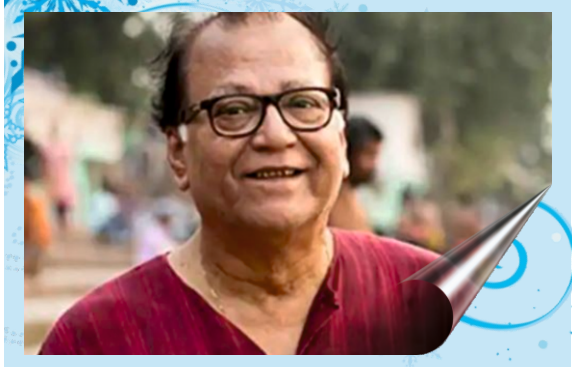

একজন অন্যতম প্রিয় অভিনেতা, আমার বিশেষ বন্ধু, বলতে পারি, প্রায় একই সঙ্গে আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম , সেই সন্তু মুখোপাধ্যায়ের অকালে প্রয়াণ ঘটল। একে ইন্দ্রপতনই বলতে পারি। সন্তুকে আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি। বন্ধু ছিলাম আমরা। ও আমার বাড়িতে আসতো যেতাম আমিও। মুড়ি-চানাচুর খেতে খেতে অনেক গল্প হত, আড্ডা দিতাম। এসব নিয়ে বহুদিন কেটেছে আমাদের। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজও করেছি আমরা। বিশেষ করে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'প্রফুল্ল' ছবিটার কথা। ওই ছবিতে সন্তু ছিল মেজোভাই, আমি ছোট। দিলীপ রায় হয়েছিলেন বড়দা। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ছবি আমাদের কেরিয়ারের। হয়তো খুব বেশী ছবি একসঙ্গে করিনি, চার বা পাঁচটা হবে। কিন্তু আমাদের অ্যাসোসিয়েশন খুব গভীর ছিল, বন্ধুত্ব ছিল গাঢ়। সাংঘাতিকভাবে ওকে মিস্ করছি আমি। বাংলা সিনেমাও এই অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করছে। ওঁর অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল যে, সন্তু খুবই ন্যাচারাল অ্যাক্টর, স্বাভাবিক অভিনেতা। অভিনয় করছে মনেই হত না। ওঁর ভয়েস্ ছিল দারুণ রেজোন্যান্ট। ওরকম গলা খুব কমই পেয়েছি আমি। আর একটা জিনিস ছিল, সন্তুর গান। সবাই জানে দারুণ গান গাইত সন্তু। বহুবার সে সব গান শুনেওছি। আউটডোরে অবসরে, বাড়িতেও। বিশেষ করে ফোক্ সং এবং আদিবাসী-সাঁওতালি গান সুন্দর গাইতে পারত। উচ্চারণও ছিল নির্ভুল। কারণ সাঁওতালি ভাষাটা ও জানতো, বলতেও পারত। ওঁর কাছ থেকে সে সব গান শোনা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। মেকআপ রুমে বসেই মুড হলে শুনিয়ে দিত। মজার ঘটনা , কী কারণে আমি জানি না, বোধহয় সন্তু নিজেও জানতো না, বাংলা সিনেমার কেউই ওঁর এই গানকে সেভাবে ফিল্মে ব্যবহার করেনি। হয়তো বা কেউ ভাবেওনি। অভিনেতারাও তো বসে থাকেন কবে একটা ভালো ছবি হাতে আসবে, ভালো রোল পাবেন এইসব ভেবে। এই প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই থাকে। শিল্পীদের তো থাকেই। সন্তুরও নিশ্চয়ই ছিল। সেই প্রত্যাশা, স্বপ্নপূরণ ওর হল না। অনেকেই প্রায় জানতে পারলো না 'গায়ক' সন্তু মুখোপাধ্যায়কে। এটাই বড় আক্ষেপ।

চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত
সম্পাদক ঃ নির্মল ধর
প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।